দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

মহাশূন্যে ভাসিবে বাংলাদেশী ছাত্র

যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড স্পেস উইক এসোসিয়েশনের জিরো গ্রাভিটি ফ্লাইট বা শূন্য অভিকর্ষ ভ্রমণ কার্যক্রমে এই বছর বাংলাদেশ হইতে একজন ছাত্র নির্বাচিত হইয়াছে। ভাগ্যবান এই ছাত্রের নাম রফিকুল ইসলাম। সে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার পাল্টি ডিগ্রি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ওয়ার্ল্ড স্পেস উইক এসোসিয়েশন জাতিসংঘের অনুমোদিত একটি সংগঠন, যাহা বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চা ও ইহার জনপ্রিয়তা বিশ্বময় ছড়াইয়া দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করিতেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চরম আর্থিক দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও বিজ্ঞান অধ্যয়নে মেধার পরিচয় দিয়াছে, ২০০৬ সাল হইতে এমন কিছু নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে শূন্য অভিকর্ষ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে এই সংগঠনটি। এই বছর বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, কলম্বিয়া ও চেক রিপাবলিক হইতে ৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নির্বাচিত করা হইয়াছে। আগামী ৬ অক্টোবর তাহাদিগকে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লসভেগাস হইতে বিশেষ প্লেনে করিয়া ভূমি হইতে প্রায় ৪৫ হাজার ফুট উপরে পাঠানো হইবে। সেই উচ্চতায় আকাশে কয়েকটি প্যারাবোলিক ফ্লাইটের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হইবে শূন্য অভিকর্ষ। তখন ভিতরের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি ফ্লাইটে ২০/২৫ সেকেণ্ডের জন্য পাখির মতো ভাসিতে থাকিবে।

বাংলাদেশের এক দরিদ্র ছাত্রের আমেরিকা হইতে মহাশূন্য যাত্রার এই খবরটি যেমন কৌতূহল উদ্দীপক, তেমনি খুশী হইবার মতো। পাখির মতো আকাশে ভাসিবার কল্পনা আদিম যুগ হইতে করিয়া আসিতেছে মানুষ। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের সেই আদিম কল্পনা আজ বাস্তব সত্য হইয়া উঠিয়াছে, চাঁদে মানুষের পদচারণার পর-মঙ্গলগ্রহ অভিযানের আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশ মহাশূন্য বিজয়ের এই সকল অভিযাত্রায় শরিক হওয়া দূরে থাকুক, কল্পনা করিবারও হয়তো সময় পায় না দেশের বেশির ভাগ মানুষ। এই কারণে রফিকুলের মহাশূন্যে ভাসিয়া থাকার সুযোগ প্রাপ্তি অভূতপূর্ব এবং দেশবাসীর জন্য আনন্দিত হইবার মতো ঘটনা। ঐতিহাসিকভাবে রফিকুলই হইবে প্রথম বাংলাদেশী, যে শূন্য অভিকর্ষে ভাসিয়া থাকার সুযোগ পাইবে। লাভ করিবে অনন্য এক শিহরণমূলক অনুভূতি। গত ২৬ এপ্রিল শারীরিক প্রতিবন্ধী বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা হইতে একটি শূন্য অভিকর্ষের বিমান ভ্রমণ উপভোগ করেন বলিয়া খবরে জানা যায়। বাংলাদেশের দরিদ্র ছাত্র রফিকুল স্বপ্নেও ভাবেনি হয়তো এমন মহাশূন্য যাত্রার কথা, কিন্তু তাহার এই বিরল সৌভাগ্য দেশের অন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরও মহাশূন্য যাত্রার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করিবে, বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মহাশূন্যের রহস্য উদ্ঘাটনে উৎসাহী হইয়া উঠিবে তাহারা। আমরা রফিকুলকে অভিনন্দন জানাই এবং বাংলাদেশের পক্ষে এই সুযোগটি লাভের জন্য চেষ্টা ও রফিকুলকে নির্বাচনের ব্যাপারে সহযোগিতা করিয়াছেন যাহারা, তাহারা সকলেই প্রশংসিত হইবার যোগ্য।

আকাশ ও মহাকাশ লইয়া মানুষের কৌতূহল অনাদিকালের। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিকাশের শত-সহস্র বছর আগেও মানুষের দৃষ্টি ছিল আকাশের দিকে। সূর্য, নক্ষত্র, চাঁদের অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি লইয়া ভাবিয়াছে মানুষ। এই ভাবনা হইতেই শুরু হইয়াছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের যাত্রা। এই বিজ্ঞান চর্চার সাফল্যে কল্পনার চাঁদকে হাতের মুঠোয় না পাইলেও তাহার বুকে পদচিহ্ন আঁকিয়াছে মানুষ। স্টিফেন হকিং বলিয়াছেন, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন মানুষ চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে বসবাস করিতে শুরু করিবে। হকিং-এর মতে, আমাদের এই পৃথিবী দ্রুত এক মহাবিপর্যয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। গ্রহান্তরে পাড়ি জমানো ছাড়া মানুষের কোনো গত্যন্তর থাকিবে না। স্টিফেন হকিং-এর এইরূপ ভবিষ্যৎ-ভাবনা সত্য হউক আর নাই হউক, মহাশূন্য ও মহাকাশ ঘিরিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি ঘটিতেছে, তাহাতে অবদান রাখিবার মতো মেধা ও যোগ্যতা বাংলাদেশের নবীন প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে অবশ্যই। রফিকুলের শূন্য অভিকর্ষে ভাসিবার সুযোগ দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ সৃষ্টি করুক – আমরা ইহাই প্রত্যাশা করি।